শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৩৭.১৭-২৯৩

তারিখঃ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ৩০ মে ২০১৯

বিষয়ঃ কনটেম্পট পিটিশন নং-১৬৩/২০১৯ (রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ হতে উদ্ভুত) মামলার বিষয়ে সরকার পক্ষে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে টিএমইডিকে অবহিতকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: মাননীয় উচ্চ আদালত হতে প্রাপ্ত কনটেম্পট পিটিশন নং-১৬৩/২০১৯ (রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ হতে উদ্ভুত) মামলার রুলনিশি ও আর্জি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন বড় চর সামাইয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার, জনাব মো: মিজানুর রহমান বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদানের নিমিত্ত বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি এমপিও তালিকাভুক্তকরনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদানের দাবীতে মাননীয় উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ দায়ের করেন।

২ রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ মামলায় মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১১/০৪/২০১৮ তারিখের রায়/আদেশের অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

"Accordingly, Respondents are directed to dispose of the application of the petitioner dated 22.02.2010 (Annexure-D) within 30 (thirty) days of receipt of a copy of this judgment and consider to enlist the petitioner's Madrasah, namely, Baro Charsamaya Dakhil Madrasah (EIN: 131479; Madrasah Code: 20250) of Alinagar, Police Station- Bhola Sadar, District- Bhola in the list of MPO, in accordance with law. With the above direction, this Rule is disposed of."

৩ আলোচ্য মামলাটির রায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও তালিকাভুক্তকরণ সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যা সরকারের অনুকূলে ঘোষিত রায় বিধায় উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপিল করার সুযোগ নেই মর্মে রায়ের আলোকে পিটিশনার এর ২২/২/২০১০ তারিখের আবেদনটি নিষ্পত্তিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ছায়ালিপিসহ) ২৯/১১/২০১৮ তারিখে এ বিভাগের মাদ্রাসা উইং বরাবর প্রেরণ করা হয়েছিল।

৪ তৎপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা উইং হতে রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ মামলার রায়ের সইমোহর কপি আদালত হতে সংগ্রহ করে আপীলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন শাখাকে অনুরোধ জানানো হয়।

৫ মাদ্রাসা উইং এর উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত কর্তৃক পিটিশনারের ২২/০২/২০১০ তারিখে দাখিলকৃত আবেদনটি বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করার জন্য প্রতিপক্ষগণের (সরকার পক্ষের) প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তথাপি যেহেতু সচিব মহোদয় "সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নিয়ে আপীল দায়ের করতে হবে" মর্মে (মাদ্রাসা শাখার নথিতে) নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেহেতু বর্তমান অবস্থায় বর্ণিত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা আবশ্যক মর্মে ডিজি, ডিএমই বরারব ১৮/১২/১৮ তারিখে ৫২০ নং স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৬ উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা অধিদপ্তর কর্তৃক রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের না করে নিম্নরূপ ভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়-

"কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন স্তরকে এমপিওভুক্তকরণের বিষয়টি সরকারের নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্তের বিষয়। সরকার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন স্তরকে এমপিওভুক্ত করে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হলে নির্ধারিত বিধিবিধান অনুযায়ী আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সরকারের নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত ছাড়া মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণের কোন সুযোগ নেই"।

৭। ডিএমই কর্তৃক উল্লিখিত ভাবে নিষ্পত্তি করে বিষয়টি আদালতকে অবহিত করার জন্য বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম-কে অনুরোধ করা হয়েছে কিন্তু নিষ্পত্তির বিষয়টি মহামান্য আদালত এবং মামলার পিটিশনার-কে অবহিত করা হয়নি মর্মে পত্রদৃষ্টে অনুমিত হয়।

৮। ফলে রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ মামলার ১১/০৪/২০১৮ তারিখের রায়/আদেশ আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় বা আপিল দায়ের না হওয়ায় পিটিশনার কর্তৃক কনটেম্পট পিটিশন নং- ১৬৩/২০১৯ (রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ হতে উদ্ভুত) মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত কনটেম্পট মামলায় শুধুমাত্র জনাব মো: আলগীর, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে কনটেম্পটনর করা হয়েছে।

চলমান পাতা-০২

৯। কনটেম্পট পিটিশন নং-১৬৩/২০১৯ (রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ হতে উদ্ভুত) মামলাটি গত ১২/০৩/২০১৯ তারিখে মাননীয় কনটেম্পট আদালত কর্তৃক শুনানী শেষে রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/১৭ মামলার ১১/০৪/১৮ তারিখের আদেশ অবমাননা করায় কনটেম্পটনর এর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না: সে মর্মে ০৯/০৪/২০১৯ অথবা উক্ত তারিখের পূর্বে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য রুলনিশিটি ২০.০৫.১৯ তারিখে এ বিভাগের আইন শাখায় পাওয়া গেছে।

১০। এমতাবস্থায়, কনটেম্পট পিটিশন নং-১৬৩/২০১৯ (রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ হতে উদ্ভুত) মামলার বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে টিএমইডি-কে (১২/৬/১৯ তাং এর মধ্যে) অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো-

(I) কনটেম্পট পিটিশন নং-১৬৩/২০১৯ (রিট পিটিশন নং-১১৬৯৪/২০১৭ হতে উদ্ভুত) মামলাটি সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরণের প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(II) ইতোমধ্যে কনটেম্পট মামলাটির জবাব দাখিলের সময় (নির্ধারিত তারিখ ০৯/৪/১৯) অতিক্রান্ত হওয়ায় (প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে) সংশ্লিষ্ট কনটেম্পট আদালতে জবাব দাখিলের সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা ;
(III) কনটেম্পট মামলাটির জবাবের খসড়া প্রস্তুত করে টিএমইডি কর্তৃক অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করা;
(IV) আলোচ্য কনটেম্পট মামলাটি নিবিড় তদরকিক্রমে মামলার হালনাগাদ তথ্য টিএমইডি-তে প্রেরণ করা;

সংযুক্ত: (১) কনটেম্পট পিটিশন নং-১৬৩/২০১৯ মামলার রুলনিশি ও আর্জির কপি-৩৩ পাতা।
(২) ওকালতনাম-০১ পাতা।
(৩) অথরাইজেশন লেটার-০১ পাতা।

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)

বিজ্ঞ কৌঁসুলি, কক্ষ নং-AE 209
সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১ মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।
২ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
প্রোগ্রামার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪ অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫ যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬ অফিস কপি/মাস্টার কপি।